কথা বলার অধিকার

তসলিমা নাসরিন

এর আগে কলকাতায় যতবারই আমার বইএর উদ্বোধন হয়েছে, সবসময়ই উপস্থিত ছিলাম। আজ কলকাতার বইমেলায় আমার নতুন বইএর উদ্বোধন হল, যে উদ্বোধনে আমার উপস্থিত থাকার কোনও উপায় ছিলো না। কারণ কলকাতায় আমি নিষিদ্ধ। গোটা একটা শহরে আমি নিষিদ্ধ, গোটা একটা রাজ্যে আমি নিষিদ্ধ। কলকাতায় যাওয়ার জন্য আবার যদি বায়না ধরি, বা যে করেই হোক চলে যাই সেখানে, সম্ভবত সে কারণে ভারতের অন্য কোনও অঞ্চলেও আমাকে থাকতে দেওয়া হয় না। ভারতে ঢোকামাত্র আমাকে পত্রপাঠ বিদেয় করা হয়। 'দেশ ছাড়ো। দেশ ছাড়লে তুমি কোথায় কোন দেশে গৃহহীন অবস্থায় পড়ে থাকবে, তোমার লেখালেখি বন্ধ হবে, কোথাও কোন নরকে পচে মরবে, সে আমরা জানতে চাই না। আমরা শুধু চাই এই একশ কোটি লোকের গণতন্ত্রে তোমার অনুপস্থিতি। তোমাকে আমরা কাগজে কলমে ভারতে বাস করার অনুমতি দেবো, সরকারি নথিপত্র 'হ্যাঁ' লেখা সিল লাগিয়ে ভাসিয়ে ফেলবো, কিন্তু তোমাকে সত্যিকারের বাস করতে দেবো না। কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না, রাতের অন্ধকারে তোমাকে ঘাড় ধরে দেশের সীমানা পার করিয়ে দেবো।' এভাবেই আমাকে গত দুবছর থেকে বিদেয় করা হচ্ছে। আর লোকে মনে করে আমি বোধহয় ভারতে থাকতে আগ্রহী নই, তাই থাকি না, অথবা মোল্লাদের তর্জন গর্জন শুনে এত ভীতু যে ভারত ছেড়ে পালিয়েছি।

একজন লেখকেরই, সে আমারই, অধিকার নেই যে ভাষায় আমি বই লিখি, সে ভাষার বইমেলায় উপস্থিত থাকার। তারপরও এই বোধহয় আমার সান্ত্বনা হওয়া উচিত, যে, আমি অস্পৃশ্য হলেও, ব্রাত্য হলেও, আমাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হলেও আমার লেখা বই প্রকাশ করার জন্য একজন হলেও প্রকাশক অবশিষ্ট আছেন পশ্চিমবঙ্গে, যে প্রকাশক এবারের বইমেলায় আমার বই প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। আমার শারীরিক উপস্থিতির চেয়ে বইয়ের উপস্থিতিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সে আমি জানি। আমার যে আদর্শ বা বিশ্বাসের জন্য আমি আজ নির্বাসিত, সেসব আমার বইগুলোর অক্ষরে অক্ষরে গাঁথা। অবশ্য সেসব নিষিদ্ধ করার জন্য মৌলবাদী এবং মৌলবাদীদের প্রগতিশীল বন্ধুরা প্রায়শ ক্ষেপে ওঠেন। নিষিদ্ধও করেন। আগুন জ্বালিয়ে দেন রাস্তাঘাটে। নাৎসিরা যেভাবে আগুনে পুড়িয়ে দিত বই, সেভাবেই পোড়ানো হয় আমার বই বা আমার বক্তব্য। কী লিখেছি আমি যা অতীব ভয়ংকর? নারীর সমানাধিকারের কথা

লিখতে গিয়ে আমাকে পুরুষতন্ত্র এবং ধর্মের সমালোচনা করতেই হয়। সে কারণে পুরুষবাদী এবং ধর্মবাদীরা আমাকে না হত্যা করে, না নির্বাসিত করে, না ঘৃণা করে, না ছুঁড়ে ফেলে আরাম বোধ করেন না। আমি নিরীশ্বরবাদী বলে আমার কি মত প্রকাশের অধিকার এই সমাজে থাকবে না? ঈশ্বরবাদীদের মত প্রকাশ নিয়ে আমি বা আমার মতো নিরীশ্বরবাদীরা তো আপত্তি করিনা। আমরা তো কাউকে হত্যা করার হুমকি দিইনা! কিন্তু এ কেমন অসহিষ্ণু সমাজ তৈরি হলো যে সমাজে শুধু ওদেরই, ওই জঙ্গি মৌলবাদীদেরই মত প্রকাশের অধিকার আছে, ওদের বিরুদ্ধে অন্য কারও অধিকার নেই তাদের মত প্রকাশ করার! কে তৈরি করেছে এই ভয়ংকর সমাজ? কী কারণে এই সমাজকে এই শহরকে, এবং এই রাজ্যকে প্রগতিশীল বলা হয়, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে।

আমি আজ ভেবে বিস্মিত হই, যে কমিউনিজমের মূল আদর্শ নিরীশ্বরবাদ, সে কমিউনিজমে বিশ্বাস করা কমিউনিস্টরা যে রাজ্যকে তিরিশ বছর শাসন করেছে, সেই রাজ্যে একজন লেখককে তাঁর নিরীশ্বরবাদিতার অপরাধে রাজ্য থেকে বিতাড়িত হতে হয়। বিতাড়ন করেন স্বয়ং কমিউনিস্ট সরকার। তাঁরা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করে পচা শামুকে পা কাটেন না। কিন্তু ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে ধারালো তলোয়ারে নিজেদের গলা কাটতে পিছপা হন না। গলাটা যে কেটেছে তা উপলব্ধি করতে করতে অবশ্য তিরিশ বছর লেগে যায়।

কমিউনিজমে আমার অগাধ শ্রদ্ধা, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টদের আমি কমিউনিস্ট নামে ডেকে কমিউনিজমের প্রতি আমার শ্রদ্ধাকে অসম্মান করতে চাই না। কোনও কমিউনিস্ট ধর্মীয় উপাসনালয় গড়তে পারেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। তাঁরা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে দাবি করলেও উদারহস্তে ধর্মীয় উপসনালয় নির্মাণ করেছেন এবং সেই উপাসনালয়গুলো তাঁদের চোখের সামনে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে মহাআনন্দে ফলিয়েছে অগুনতি জঙ্গি, সন্ত্রাসী, মূর্খ, মৌলবাদী, ধর্মান্ধ কীটপতঙ্গ। তারা কলকাতার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সগর্বে কারও মাথার মূল্য ঘোষণা করে দিলেও দেশের আইন লঙ্ঘণ করার অপরাধে তাদের কোনও জেল জরিমানা হয় না। দাঙ্গা বাঁধিয়ে ফেলতে পারে এই অজুহাতে তাদের ননীটা ছানাটা খাইয়ে আদর করা হয় আর সাম্যের কথা বা সমানাধিকারের কথা বলে যে লেখক আজ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংগ্রাম করছে তার নিতম্বে লাথি মেরে তাকে রাজ্যপার করা হয়। চমৎকার এক ইতিহাস তৈরি করেছে কলকাতা।

শুধু রাজনীতিককেই বা দোষ দিচ্ছি কেন, পশ্চিমবঙ্গে আজ বাংলাদেশের মতো ভীতু, ভীরু আর মেরুদণ্ডহীনদেরই রাজত্ব। গণতন্ত্র এবং বাকস্বাধীনতা সম্পর্কে যাদের আদপেই কোনও জ্ঞান নেই। আজ পশ্চিমবঙ্গেরও কোনও বাংলা দৈনিক বা সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক বা মাসিক, বা ত্রৈমাসিক কোনও পত্রিকায় আমার লেখা প্রকাশ করার সাহস কারও নেই। আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পত্রিকায় আমি নিষিদ্ধ। সম্প্রতি মত প্রকাশের অধিকারে বিশ্বাসী কিছু সাহসী তরুণ একটি বাংলা ম্যাগাজিনে আমার লেখা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, একটি মাত্র নিবন্ধ প্রকাশ করেই তাঁরা আর প্রকাশ করছেন না বা করতে পারছেন না আমার লেখা। বিস্ময় আমাকে স্তব্ধ করে রাখে। আজ পিবিএস ছাড়া কলেজ স্ট্রিটের কোনও প্রকাশক আমার বই প্রকাশ করতে রাজি নন। সকলেই ভয়ে কুঁকড়ে থাকেন আমার নাম শুনলেই। যেন সন্ত্রাসীরা নয়, আমি, এক লেখক, তাঁদের ভয়ের কারণ। যেন সন্ত্রাসীরা আমাকে আজ নিস্তার না দিলেও তাঁদের নিস্তার দিয়ে যাবে জীবনভর। অন্ধকারের লোকেরা যদি আলোতে অস্বস্তি বোধ করে, তবে আলোকে দূর করে দাও, অন্ধকারেই বাস করে যাও বাকি জীবন। চমৎকার যুক্তি বটে।

বাংলা ভাষায় লিখি। আর এদিকে দুই বাংলাতেই চলছে বাংলা বইয়ের মেলা। কোনও বাংলায়, না পূবে না পশ্চিমে, এমনকী কোনও বই মেলায় আমার প্রবেশাধিকার নেই। সারাজীবন আমাকে বাংলার বাইরে জীবন কাটাতে হবে। এই ফতোয়াই জারি হয়েছে আমার বিরুদ্ধে। আমার লেখাগুলোর মধ্যে কলাম সবচেয়ে জনপ্রিয়। বাংলায় কলাম লিখি আমি, আমার কলাম ইদানীং হিন্দি ভাষায় অনুদিত হয়ে জনসত্তায় ছাপা হয়। যে কোনও ভাষার পত্রিকায় প্রকাশিত হতে পারে আমার লেখা, শুধু আমার নিজের ভাষায় তা প্রকাশ হওয়া চলবে না। মাঝে মাঝে বিশ্বাস হতে চায় না একবিংশ শতাব্দিতে এসব মধ্যযুগীয় বর্বরতা ঘটে চলেছে।

মূর্খ আর অশিক্ষিতদের আস্ফালনের কাছে শুধু বড় বড় রাজনীতিক নয়, সাহিত্য সংস্কৃতির সবাই, সমাজের জ্ঞানী, গুণী, প্রাজ্ঞ, বিদগ্ধ,বিজ্ঞ,বিচক্ষণ, শিষ্ট, সুশীল, সুবুদ্ধিশালী মানুষ কি তবে বিক্রি হয়ে গেল? তাঁরা কি সম্পূর্ণ ভুলে বসে আছেন যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া যে গণতন্ত্র, সেই গণতন্ত্র সত্যিকার গণতন্ত্র নয়! তাঁরা কি ভুলে বসে আছেন যে বাক স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে কোনও সমাজ সভ্য হয় নি এ যাবৎ, হতে পারে না? তাঁরা কি ভুলে বসে আছেন যে মূর্খের হাতে মানুষের কৃতকর্মের বিচারভার দিয়ে দিলে মূর্খরা একসময় চিবিয়ে খেতে থাকে মানুষের মস্তিস্ক, এবং কিছুতেই মূর্খের কবল থেকে মানুষের মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়!

ক্ষমতার লোভে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে রাজনীতিকরা হেন দুষ্কর্ম নেই যে করেননি। রাজনীতিকরা নষ্ট হলে একটা সমাজ নষ্ট হয় না। একটা সমাজ নষ্ট হয় যখন সেই সমাজের সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষক, চিন্তক, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবিরা নষ্ট হয়। মৌলবাদীরা মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিপক্ষে যাবেই, এটাই তাদের ধর্ম বাঁচিয়ে রাখার পদ্ধতি। রাজনীতিকরা মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিপক্ষে যাবেই, এটাই তাদের ক্ষমতা বাঁচিয়ে রাখার পদ্ধতি। কিন্তু সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মানুষ, যাঁরা সমাজের সবচেয়ে মুক্তবুদ্ধির মানুষ, প্রগতিশীল মানুষ, সবচেয়ে আধুনিক চিন্তা চেতনার মানুষ, যাঁদের দেখে সাধারণ মানুষ শেখে, জীবনের পাঠ নেয়, যাঁরা সাধারণ মানুষকে ভাবায়, আলোড়িত করে, বদলে দেয়, যাঁরা অন্ধজনে আলো দেয়----তাঁরা যখন কারও মত প্রকাশের অধিকারের বিরুদ্ধে যায়, অথবা কারও মত প্রকাশের অধিকারের ওপর আঘাত এসেছে দেখেও মুখ বুজে থাকে, বুঝতে হবে ওই সমাজ নষ্ট হচ্ছে বা নষ্ট হয়ে গেছে।

এই নষ্ট হওয়া দেখে আজ বাংলার মানুষের না হলেও, বাংলা থেকে বিতাড়িত আমার দুঃখ হয়। কিন্তু দুঃখ হলে কার কী যায় আসে! আমাকে নিষিদ্ধ করার ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা হিসেবে বর্ণণা করে দায় দায়িত্ব এড়িয়ে এক একটি রাজনৈতিক ছাতার তলায় চমৎকার বেঁচে থাকবেন বুদ্ধিজীবিরা। আর ভারতের মধ্যে বাংলাই সবচেয়ে প্রগতিশীল রাজ্য, এটিই আগের মতো বিশ্বাস করে যাবেন ভারতবাসীরা।